জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

স্মারক নং- ১৬(৬৯৩)জাতী:বি:/রেজি:/একা:/প্রিলিমিনারী টু মাস্টার্স/২০১৯-২০২০/৪৭৯৩ তারিখ: ১৪/০৩/২০২২

২০১৯-২০২০ শিক্ষাবর্ষে প্রিলিমিনারী টু মাস্টার্স (নিয়মিত) প্রোগ্রামে ভর্তি বিজ্ঞপ্তি

ভর্তি বিষয়ক ওয়েবসাইট: (www.nu.ac.bd/admissions)

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজসমূহে ২০১৯-২০২০ শিক্ষাবর্ষে প্রিলিমিনারী টু মাস্টার্স (নিয়মিত) ভর্তি কার্যক্রমের অনলাইন প্রাথমিক আবেদন ১৬ মার্চ বিকাল ৪টা থেকে শুরু হয়ে ২৯ মার্চ ২০২২ তারিখ রাত ১২টা পর্যন্ত চলবে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি বিষয়ক ওয়েবসাইট থেকে আগ্রহী প্রার্থীদের অনলাইনে প্রাথমিক আবেদন ফরম পূরণ করতে হবে এবং প্রাথমিক আবেদন ফি বাবদ ৩০০/- (তিনশত) টাকা সংশ্লিষ্ট কলেজ কর্তৃক নির্ধারিত মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে ৩০ মার্চ ২০২২ তারিখের মধ্যে অবশ্যই জমা দিতে হবে। এই শিক্ষা কার্যক্রমে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের ক্লাস ১০ মে ২০২২ তারিখ থেকে শুরু হবে।

ভর্তি সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি বিষয়ক ওয়েবসাইটের **Prospectus/Important Notice** অপশন থেকে জানা যাবে।

১। আবেদনের সাধারণ যোগ্যতা ও শর্তাবলী

ক) এ ভর্তি কার্যক্রমে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ২০১৫ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত তিন বছর মেয়াদী স্নাতক (পাস) নিয়মিত পরীক্ষায় সনাতন পদ্ধতিতে ন্যূনতম ৪৫% নম্বর অথবা গ্রেডিং ও ক্রেডিট পদ্ধতিতে ন্যূনতম সিজিপিএ ২.২৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা আবেদন করতে পারবে। এছাড়া আবেদনকারীর প্রিলিমিনারী টু মাস্টার্স (নিয়মিত) প্রোগ্রামে ভর্তিচ্ছু বিষয়ে স্নাতক (পাস) পর্যায়ে ৪০০ নম্বরের পঠিত বিষয় হিসাবে থাকতে হবে এবং তাতে ন্যূনতম ৪০% নম্বর অথবা গ্রেডিং ও ক্রেডিট পদ্ধতিতে জিপিএ ২.০০ পেতে হবে।

খ) জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক (পাস) প্রাইভেট/সার্টিফিকেট কোর্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা ২০১৯-২০২০ শিক্ষাবর্ষে প্রিলিমিনারী টু মাস্টার্স (নিয়মিত) ভর্তি কার্যক্রমে আবেদন করতে পারবে না। তবে এ সকল শিক্ষার্থী পরবর্তীতে ২০১৯-২০২০ শিক্ষাবর্ষে প্রিলিমিনারী টু মাস্টার্স (প্রাইভেট) প্রোগ্রামে আবেদনের যোগ্যতা ও শর্তাবলী পূরণ সাপেক্ষে রেজিস্ট্রেশন করার সুযোগ পাবে।

গ) জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ২০১৫ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত চার বছর মেয়াদী স্নাতক (সম্মান) পরীক্ষায় পাস ডিগ্রী প্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা প্রিলিমিনারী টু মাস্টার্স (নিয়মিত) প্রোগ্রামে আবেদন করতে পারবে না। তবে এ সকল শিক্ষার্থী সার্টিফিকেট কোর্স পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে ন্যূনতম ৪৫% নম্বর অথবা জিপিএ ২.২৫ পেলে প্রিলিমিনারী টু মাস্টার্স (প্রাইভেট) প্রোগ্রামে রেজিস্ট্রেশনের জন্য আবেদন করতে পারবে।

ঘ) জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্স ১ম পর্ব/প্রিলিমিনারী টু মাস্টার্স (নিয়মিত/প্রাইভেট) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ/অধ্যয়নরত অথবা অন্য কোন শিক্ষা কার্যক্রমে বর্তমানে অধ্যয়নরত কোন শিক্ষার্থী ২০১৯-২০২০ শিক্ষাবর্ষে প্রিলিমিনারী টু মাস্টার্স (নিয়মিত) প্রোগ্রামে আবেদন করতে পারবে না। এ লক্ষ্যে "জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়/যে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অন্য কোন শিক্ষা কার্যক্রমে বর্তমানে আমি ভর্তি/অধ্যয়নরত নই। দ্বৈত ভর্তির ক্ষেত্রে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধান অনুযায়ী উভয় ভর্তি ও রেজিস্ট্রেশন বাতিল সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত আমি মেনে নিতে বাধ্য থাকবো"- মর্মে আবেদনকারীর স্বাক্ষরিত একটি অঙ্গীকারনামা স্ক্যান করে অনলাইন আবেদনে আপলোড করতে হবে। উক্ত শর্ত ভঙ্গ করে কোন শিক্ষার্থী দ্বৈত ভর্তি হলে তার উভয় ভর্তি ও রেজিস্ট্রেশন বাতিল বলে গণ্য হবে।

ঙ) প্রাথমিক আবেদন ফরমে আবেদনকারীর কোন তথ্য/ছবি অসত্য, ভুল বা অসম্পূর্ণ বলে প্রমাণিত হলে ঐ আবেদনকারীর ভর্তি ও রেজিস্ট্রেশন বাতিল করার অধিকার জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করে।

২। মেধা তালিকা প্রণয়ন ও বিষয় বন্টন

ক) ২০১৯-২০২০ শিক্ষাবর্ষে প্রিলিমিনারী টু মাস্টার্স (নিয়মিত) ভর্তি কার্যক্রমে আবেদনকারী প্রার্থীদের স্নাতক (পাস) পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে প্রতিটি কলেজের জন্য আলাদাভাবে মেধা তালিকা প্রণয়ন করে বিষয় বরাদ্দ দেয়া হবে।

খ) একই কলেজে একই বিষয়ে দুই বা ততোধিক আবেদনকারীর মেধা স্কোর সমান হলে সেক্ষেত্রে এ সকল আবেদনকারীর মধ্যে যার বয়স কম হবে তাকে অগ্রাধিকার দিয়ে মেধাক্রম নির্ধারণ করা হবে।

গ) এ ভর্তি কার্যক্রম পর্যায়ক্রমে মেধা তালিকা, কোটা এবং রিলিজ স্লিপ এর মাধ্যমে সম্পন্ন করা হবে।

ঘ) সংশ্লিষ্ট কলেজ **User ID, Password** ও **OTP** ব্যবহার করে বিষয়ভিত্তিক মেধা তালিকার ফলাফল দেখতে পারবে। আবেদনকারীরা **SMS** এর মাধ্যমে (**nu<space>atmp<space>roll no** টাইপ করে **16222** নম্বরে **send** করতে হবে) অথবা ভর্তি বিষয়ক ওয়েবসাইটে (**www.nu.ac.bd/admissions**) **Applicant Login** অপশন থেকে অথবা কলেজ থেকে সরাসরি মেধা তালিকার ফলাফল জানতে পারবে।

৩। প্রাথমিক আবেদন ফরম পূরণ সম্পর্কিত করণীয়

ক) আবেদনকারীকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি বিষয়ক ওয়েবসাইটের **Masters Tab**-এ গিয়ে **Apply Now (Masters Preli.)** অপশনে ক্লিক করতে হবে এবং ওয়েবসাইটে প্রদর্শিত তথ্য ছকে স্নাতক (পাস) পরীক্ষার রোল নম্বর, রেজিস্ট্রেশন নম্বর, পাসের সন, ব্যক্তিগত নিবন্ধিত মোবাইল নম্বর ও ই-মেইল এ্যাড্রেস সঠিকভাবে এন্ট্রি দিতে হবে। এছাড়া "জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়/যে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অন্য কোন শিক্ষা কার্যক্রমে বর্তমানে আমি ভর্তি/অধ্যয়নরত নই। দ্বৈত ভর্তির ক্ষেত্রে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধান অনুযায়ী উভয় ভর্তি ও রেজিস্ট্রেশন বাতিল সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত আমি মেনে নিতে বাধ্য থাকবো"- মর্মে আবেদনকারীর স্বাক্ষরিত একটি অঙ্গীকারনামা স্ক্যান করে অনলাইন আবেদনে আপলোড করতে হবে।

খ) এ পর্যায়ে আবেদনকারীর ডাটাবেজে সংরক্ষিত তথ্য অনুযায়ী **Male/Female** প্রদর্শিত হবে। আবেদনকারীর তথ্য ছকে **Male** এর স্থলে **Female** বা **Female** এর স্থলে **Male** প্রদর্শিত হলে **Click to Change** অপশনে গিয়ে সঠিক **Gender** এন্ট্রি দিতে হবে। উল্লেখ্য যে, **Gender** ত্রুটির কারণে কোন পুরুষ আবেদনকারী মহিলা কলেজে আবেদন করলে তার আবেদন বাতিল বলে গণ্য হবে।

গ) আবেদনকারী তার পছন্দ অনুযায়ী বিভাগ ও জেলা নির্ধারণ করে যে কোন কলেজের নাম **Select** করলে সংশ্লিষ্ট কলেজে আবেদনকারীর ভর্তি যোগ্য (**Eligible**) বিষয়ের তালিকা ও আসন সংখ্যা দেখতে পাবে। উক্ত তালিকা থেকে আবেদনকারীকে সতর্কতার সঙ্গে তার প্রার্থিত বিষয়ের পছন্দক্রম নির্ধারণ করতে হবে। পরবর্তীতে আবেদনকারীদের এই পছন্দক্রম অনুসারে মেধার ভিত্তিতে বিষয় বরাদ্দ দেয়া হবে।

ঘ) মুক্তিযোদ্ধার সন্তান/আদিবাসি/প্রতিবন্ধী/পোষ্য কোটায় ভর্তি হতে ইচ্ছুক আবেদনকারীকে তথ্য ছকের নির্দিষ্ট স্থানে তার জন্য প্রযোজ্য কোটা **Select** করতে হবে। উল্লেখ্য যে, পোষ্য কোটায় শুধুমাত্র জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সন্তান/সন্তানাদি আবেদন করতে পারবে। কোটায় আবেদনের ক্ষেত্রে যথাযথ কর্তৃপক্ষের ইস্যুকৃত মূল সনদপত্র থাকতে হবে। একজন আবেদনকারী এক বা একাধিক

কোটায় যোগ্য হলে কোটার পছন্দক্রম নির্ধারণ করে দিতে হবে। কোটার জন্য সংরক্ষিত আসন বিষয়ভিত্তিক বরাদ্দকৃত আসনের অতিরিক্ত হিসাবে বিবেচিত হবে।

ঙ) প্রাথমিক আবেদন ফরম পূরণের সময় আবেদনকারীর পাসপোর্ট আকারের সম্প্রতি তোলা রঙ্গিন ছবি **Scan** করে আপলোড করতে হবে। ছবির মাপ **120×150 pixels, Image Type: jpg** এবং **maximum file size:50Kb** হতে হবে। আবেদনকারীর ছবি ব্যতীত অন্য কোন ছবি প্রাথমিক আবেদন ফরমে আপলোড করা হলে ঐ আবেদনকারীর ভর্তি ও রেজিস্ট্রেশন বাতিল বলে গণ্য হবে।

চ) সঠিক তথ্য ও ছবিসহ ছক পূরণ করে **Submit Application** অপশনে ক্লিক করতে হবে। এ পর্যায়ে আবেদনকারীর রোল নম্বর ও পিন প্রদর্শিত হবে এবং আবেদনকারীকে ফরমটি ডাউনলোড করে [**A4 (8.5"×11")** অফসেট সাদা কাগজে] প্রিন্ট (**Print**)/পিডিএফ কপি সংগ্রহ করতে হবে।

ছ) পূরণকৃত আবেদন ফরমের ত্রুটি সংশোধন: আবেদনকারীকে তার প্রাথমিক আবেদন ফরমে প্রদর্শিত সকল তথ্য ও ছবি সঠিক আছে কিনা তা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে যাচাই করে নিতে হবে। আবেদন ফরমে তথ্যগত অমিল বা ত্রুটিপূর্ণ ছবি থাকলে তা সংশোধন করতে হবে। আবেদন ফরম সংশোধনের জন্য আবেদনকারীকে **Applicant Login (Master Preli.)** অপশনে গিয়ে আবেদন ফরমের রোল নম্বর ও পিন এন্ট্রি দিতে হবে। এ পর্যায়ে আবেদনকারী **Form Cancel/Photo Change Option** লিংকে গিয়ে **Click to Generate the Security Key** অপশনটি ক্লিক করলে তার আবেদন ফরমে উল্লিখিত ব্যক্তিগত মোবাইল নম্বরে **SMS** এর মাধ্যমে **One Time Password (OTP)** দেয়া হবে। এই **OTP** এন্ট্রি দিয়ে আবেদনকারী তার আবেদন ফরমটি বাতিলপূর্বক নতুন করে আবেদন ফরম পূরণ ও সঠিক ছবি আপলোড করতে পারবে। উল্লেখ্য যে, আবেদনকারী শুধুমাত্র একবারই প্রাথমিক আবেদন ফরম বাতিল করার সুযোগ পাবে। কলেজ কর্তৃক প্রাথমিক আবেদন ফরম নিশ্চয়ন করা হলে ঐ আবেদনকারী আর ফরম বাতিল করতে পারবে না।

জ) আবেদনকারীকে প্রিন্ট করা প্রাথমিক আবেদন ফরমের নির্ধারিত স্থানে তারিখসহ স্বাক্ষর করতে হবে। এই আবেদন ফরমের সঙ্গে আবেদনকারীকে স্নাতক (পাস) পরীক্ষার সত্যায়িত নম্বরপত্র, রেজিস্ট্রেশন কার্ডের সত্যায়িত কপি, দ্বৈত ভর্তি সম্পর্কিত অঙ্গীকারনামার সত্যায়িত কপি ও প্রাথমিক আবেদন ফি বাবদ ৩০০/- (তিনশত) টাকা সংশ্লিষ্ট কলেজ কর্তৃক নির্ধারিত মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে যথাসময়ে জমা দিতে হবে। সংশ্লিষ্ট কলেজ যে সকল আবেদনকারীর প্রাথমিক আবেদন ফরম অনলাইনে নিশ্চয়ন করবে, সে সকল আবেদনকারীকে **SMS** এর মাধ্যমে তা জানিয়ে দেয়া হবে। প্রাথমিক আবেদন নিশ্চয়ন ব্যতীত কোন আবেদনকারীর মেধা তালিকা প্রণয়ন করা হবে না। কলেজে আবেদন পত্র জমা দেয়ার পরে আবেদনকারী তার মোবাইল ফোনে **SMS** না পেলে বুঝতে হবে যে, তার আবেদন ফরম সংশ্লিষ্ট কলেজ কর্তৃক নিশ্চয়ন করা হয়নি। এক্ষেত্রে আবেদনকারীকে সংশ্লিষ্ট কলেজে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যোগাযোগ করতে হবে।

৪। ২০১৯-২০২০ শিক্ষাবর্ষে প্রিলিমিনারী টু মাস্টার্স (নিয়মিত) ভর্তি কার্যক্রমে প্রাথমিক আবেদনের সময়সূচি

ক্রমিক	বিবরণ	তারিখ
ক)	অনলাইনে প্রাথমিক আবেদন ফরম পূরণ ও এর প্রিন্ট/পিডিএফ কপি সংগ্রহ করার তারিখ:	১৬/০৩/২০২২ থেকে ২৯/০৩/২০২২
খ)	আবেদনকারীকে প্রাথমিক আবেদন ফি বাবদ ৩০০/- (তিনশত) টাকা সংশ্লিষ্ট কলেজ কর্তৃক নির্ধারিত মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে জমা দেয়ার তারিখ:	২০/০৩/২০২২ থেকে ৩০/০৩/২০২২
গ)	কলেজ কর্তৃক প্রাথমিক আবেদন ফরম অনলাইনে নিশ্চয়ন করার তারিখ:	২০/০৩/২০২২ থেকে ৩১/০৩/২০২২
ঘ)	কলেজ কর্তৃক আবেদনকারীদের প্রাথমিক আবেদন ফি'র জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অংশ [আবেদনকারী প্রতি ২০০/-(দুইশত) টাকা হারে] সংশ্লিষ্ট খাতে (ভর্তি ফান্ড) যে কোন সোনালী ব্যাংক শাখায় জমা দেয়ার তারিখ: এ লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট কলেজকে **Login** এর মাধ্যমে **Application Payment Info (Preli.)** অপশনে ক্লিক করে **Pay Slip** ডাউনলোড করতে হবে এবং এর প্রিন্ট কপি নিয়ে যে কোন নিকটস্থ সোনালী ব্যাংক শাখায় নির্ধারিত ফি জমা দিয়ে রশিদ সংগ্রহ করতে হবে।	০৩/০৪/২০২২ থেকে ০৭/০৪/২০২২

৫। রিলিজ স্লিপে আবেদন ফরম পূরণ সম্পর্কিত করণীয়

যে সকল আবেদনকারী মেধা তালিকায় স্থান পাবে না অথবা ভর্তি বাতিল করবে অথবা মেধা তালিকায় স্থান পেয়েও বরাদ্দকৃত বিষয়ে ভর্তি হবে না, সে সকল আবেদনকারীকে মেধা তালিকায় স্থান পেতে বিষয়ভিত্তিক শূন্য আসনে পর্যায়ক্রমে তিনটি কলেজ নির্বাচন করে রিলিজ স্লিপের জন্য আবেদন করতে হবে। কলেজ কর্তৃক কোন আবেদনকারীর প্রাথমিক আবেদন ফরম অনলাইনে নিশ্চয়ন করা না হলে, ঐ আবেদনকারী রিলিজ স্লিপে আবেদন করতে পারবে না।

৬। দ্বৈত ভর্তি সম্পর্কিত জ্ঞাতব্য

২০১৯-২০২০ শিক্ষাবর্ষে প্রিলিমিনারী টু মাস্টার্স (নিয়মিত) ভর্তি কার্যক্রমে মেধা তালিকায় স্থানপ্রাপ্ত কোন শিক্ষার্থী অন্য কোন শিক্ষা কার্যক্রমে (যে শিক্ষাবর্ষেই হোক না কেন) বর্তমানে অধ্যয়নরত থাকলে (অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার ফল প্রকাশ না হলে) তাকে অবশ্যই পূর্ববর্তী ভর্তি বাতিল করে এ প্রোগ্রামে ভর্তি হতে হবে অন্যথায় ঐ শিক্ষার্থীর উভয় ভর্তি ও রেজিস্ট্রেশন বাতিল বলে গণ্য হবে।

৭। কলেজ কর্তৃপক্ষের করণীয়

ক) সংশ্লিষ্ট কলেজকে ভর্তি কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি বিষয়ক ওয়েবসাইটের **College (Postgraduate) Login** অপশনে গিয়ে মাস্টার্স প্রোগ্রামের জন্য বরাদ্দকৃত **User ID** ও **Password** এন্ট্রি দিতে হবে। প্রাথমিক আবেদন ফরম/চূড়ান্ত ভর্তি নিশ্চয়নের সময় **Click to Generate the Security key** অপশনে ক্লিক করলে সংশ্লিষ্ট কলেজ কর্তৃক প্রদত্ত মোবাইল নম্বরে **SMS** ও কলেজ ই-মেইল এর মাধ্যমে **One Time Password (OTP)** দেয়া হবে। এই **OTP** ব্যবহার করে সংশ্লিষ্ট কলেজ আবেদনকারীদের প্রাথমিক আবেদন ফরম/চূড়ান্ত ভর্তি নিশ্চয়ন করতে পারবে।

খ) কলেজ কর্তৃপক্ষ আবেদনকারীদের কাছ থেকে প্রাথমিক আবেদন ফি বাবদ ৩০০/- (তিনশত) টাকা জমা রেখে প্রাথমিক আবেদন ফরম অনলাইনে নিশ্চয়ন করবেন। কলেজ কর্তৃক কোন আবেদনকারীর প্রাথমিক আবেদন ফরম অনলাইনে নিশ্চয়ন করা না হলে, ঐ আবেদনকারীর মেধা তালিকায় প্রণয়ন করা হবে না।

গ) কলেজ কর্তৃপক্ষকে আবেদনকারীদের প্রাথমিক আবেদন ফরমে প্রদর্শিত সকল তথ্য ও ছবি মিলিয়ে প্রাথমিক আবেদন ফরম অনলাইনে নিশ্চয়ন করতে হবে অন্যথায় ত্রুটিপূর্ণ ছবি ও ভুল তথ্যের কারণে সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীর ভর্তি ও রেজিস্ট্রেশন বাতিল বলে গণ্য হবে। প্রাথমিক আবেদন ফরমে আবেদনকারীর ছবি ব্যতীত অন্য কোন ছবি প্রদর্শিত হলে, সংশ্লিষ্ট কলেজকে আবেদন ফরমটি নিশ্চয়ন না করে বিষয়টি ডিন দপ্তর (স্নাতকোত্তর শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কেন্দ্র) বরাবর লিখিতভাবে জানাতে হবে।

ঘ) কলেজ কর্তৃপক্ষ তাদের নিজস্ব তত্ত্বাবধানে নির্ধারিত মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে আবেদনকারীদের প্রাথমিক আবেদন ফি/চূড়ান্ত ভর্তির রেজিস্ট্রেশন ফি গ্রহণ করবেন। এ লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট কলেজ তাদের নিজস্ব ওয়েবসাইটে ও নোটিশ বোর্ডে আবেদনকারীদের নির্দেশনা প্রদান করবেন।

ঙ) কলেজ কর্তৃপক্ষ আবেদনকারীদের প্রাথমিক আবেদন ফি'র জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অংশ [আবেদনকারী প্রতি ২০০/-(দুইশত) টাকা হারে] সংশ্লিষ্ট খাতে (ভর্তি ফান্ড) যে কোন সোনালী ব্যাংক শাখায় জমা দিয়ে রশিদ সংগ্রহ করবেন। এ লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট কলেজকে **Login** এর মাধ্যমে **Application Payment Info (Preli.)** অপশনে ক্লিক করে **Pay Slip** ডাউনলোড করতে হবে। **Pay Slip** এ ২০১৯-২০২০ শিক্ষাবর্ষে প্রিলিমিনারী টু মাস্টার্স (নিয়মিত) প্রোগ্রামে প্রাথমিক আবেদন (ভর্তি ফান্ড) ফি'র সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর- **0218100003245** উল্লেখপূর্বক মোট টাকার অংক লেখা থাকবে এবং সংশ্লিষ্ট কলেজকে এর প্রিন্ট কপি নিয়ে নিকটস্থ সোনালী ব্যাংকের শাখায় জমা দিয়ে রশিদ সংগ্রহ করতে হবে।

৮। ২০১৯-২০২০ শিক্ষাবর্ষে প্রিলিমিনারী টু মাস্টার্স (নিয়মিত) প্রোগ্রামে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নির্ধারিত ফিসের হার

ক) প্রাথমিক আবেদন ফি

i) প্রাথমিক আবেদন ফি	= ৩০০/- (তিনশত) টাকা [জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অংশ ২০০/- (দুইশত) টাকা ও কলেজের অংশ ১০০/-(একশত) টাকা]

খ) রেজিস্ট্রেশন ফি

i) শিক্ষার্থী প্রতি রেজিস্ট্রেশন ফি	= ৮০০/- (আটশত) টাকা
ii) শিক্ষার্থী প্রতি ক্রীড়া ও সংস্কৃতি ফি	= ২০/- (বিশ) টাকা
iii) শিক্ষার্থী প্রতি বিএনসিসি ফি	= ৫/- (পাঁচ) টাকা
iv) শিক্ষার্থী প্রতি রোভার স্কাউট ফি	= ১০/- (দশ) টাকা
মোট =	৮৩৫ (আটশত পঁয়ত্রিশ) টাকা
v) শিক্ষার্থী প্রতি ভর্তি বাতিল ফি	= ৭০০/- (সাতশত) টাকা
vi) শিক্ষার্থী প্রতি ভর্তি পুন:বহাল ফি	= ৭০০/- (সাতশত) টাকা

বি:দ্র: এই ভর্তি বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত যে কোন নিয়মাবলী/ধারা/উপধারা সংশোধন, সংযোজন, বিয়োজন, পরিবর্তন বা বাতিল করার অধিকার জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করে।

১৪.০৩.২০২২

(প্রফেসর ড. মো: আনোয়ার হোসেন)
ডিন
স্নাতকোত্তর শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কেন্দ্র
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়
ফোন : ০২৯৯৬৬৯১৫৭৪
ই-মেইল- *pgdeanoffice@gmail.com*

স্মারক নং- ১৬(৬৯৩)জাতী:বি:/রেজি:/একা:/প্রিলিমিনারী টু মাস্টার্স/২০১৯-২০২০/৪৭৯৩ তারিখ: ১৪/০৩/২০২২

অনুলিপি ঃ

১। সকল বিভাগীয় প্রধান, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়
২। পরিচালক, (তথ্যপ্রযুক্তি) আইসিটি দপ্তর, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় (জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে প্রচারের জন্য অনুরোধ করা হলো)
৩। পরিচালক,(জনসংযোগ), জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় (ইলেকট্রনিক মিডিয়া ও দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো)
৪। সচিব, ভাইস চ্যান্সেলর দপ্তর, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়
৫। সচিব, ভর্তি ও রেজিস্ট্রেশন সেল, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়
৬। সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, ভর্তি ও রেজিস্ট্রেশন সেল, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়
৭। সহকারী রেজিস্ট্রার, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর দপ্তর, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়
৮। অফিস কপি।

১৪.০৩.২০২২

(উপ-রেজিস্ট্রার)
স্নাতকোত্তর শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কেন্দ্র
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর-১৭০৪

© কপি-রাইট: জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, বোর্ড বাজার, গাজীপুর-১৭০৪